ইত্তেফাক

তারিখ ৭।১০।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৭৪

চাঁদপুর সরকারী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রসঙ্গে

চাঁদপুর মহকুমা শহরের বুকে চাঁদপুর সরকারী কলেজই ছেলেদের জন্য একমাত্র কলেজ। এখানে আর একটি বেসরকারী কলেজ শুধু মহিলাদের জন্য রহিয়াছে। এখানে ছাত্রদের জন্য আর কোন কলেজ নাই। অন্ততঃ ৫ মাইল ব্যবধানেও আর কোন কলেজ না থাকায় এখানে প্রতি বছরই ভর্তির সময় অত্যন্ত ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৯ ইং সনে সরকারী হওয়ার পর গত বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সনে এখানে ভর্তির ব্যাপারে কোন কড়াকড়ি হয় নাই। কিন্তু এ বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়া যে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা অভূতপূর্ব। সাধারণতঃ সরকারী কলেজগুলিতে আমরা দেখিতে পাই যে, লিখিত পরীক্ষা অথবা প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য ছাত্র নির্বাচন করা হয়। সরকারী কলেজ হিসাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে এখানে কি নির্দেশ দিয়াছেন তাহা জানি না। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিত পরীক্ষা বা প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা না করিয়া প্রহসনরূপী নির্বাচনী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এই নির্বাচনী সাক্ষাৎকারে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কি পরীক্ষা করিলেন বা কি পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য ছাত্র বাছাই করিলেন তাহা রহস্যাবৃত। কারণ নির্বাচনী সাক্ষাৎকার যাঁহাদের সন্তোষজনক হইয়াছে তাঁহারাও অনেকে ভর্তি হইতে পারেন নাই।

ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় অনেক ১ম বিভাগে বা উচ্চতর ২য় বিভাগে পাস করা ছাত্র ভর্তি হইতে ব্যর্থ হয়। অথচ অনেক নিম্নমানের ছাত্রও ভর্তি হইতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিজ্ঞান বিভাগে যেখানে ১ম বিভাগে পাস করা বা পাঁচশতের উপর নম্বরধারী ছাত্র বাদ পড়িয়াছে, সেখানে ৪৫০ নম্বর পাওয়া ছাত্রও ভর্তি হইতে পারিয়াছে। ইহাতে অত্র এলাকার অনেক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রের শিক্ষার দ্বার হয়তবা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে হয়তবা ইহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যত্র যাইয়া উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

কলেজটি স্থাপনে এবং এতদিন অর্থাৎ সরকারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলেজটি টিকাইয়া রাখার জন্য অত্র এলাকাবাসীর দান অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ তাহাদেরই ছেলে-মেয়েরা উক্ত কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। তাই অত্র এলাকার লোক ভাবিতে শুরু করিয়াছে যে, ইহাই কি উক্ত কলেজটির সরকারী করণের ফলশ্রুতি? সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিভাগের মাননীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, চাঁদপুর সরকারী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতি এবং অধ্যক্ষ সাহেবের ভূমিকা তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

—সৈয়দ আহমদ, প্রযত্নে: ডাঃ অলি আহমেদ, বাগাদী রোড, চাঁদপুর নূতন বাজার, কুমিল্লা।